আমাদের ইমামেরা।

মুসলিম-বিশ্বে তিনটে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল মোটামুটি ৭০০ থেকে ৯০০ সালের ভেতর। সেগুলো হল একের পর এক মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ, বহির্যুদ্ধ আর যেই যুদ্ধের দাবানলের ভেতরে বিধিবদ্ধ-সংকলিত হচ্ছিল শারিয়া-হাদিস। যুদ্ধের অনল যেহেতু বিস্ফোরক এবং সর্বগ্রাসী, তাই হাদিস ও শারিয়ার ওপরে যুদ্ধের প্রভার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এর আগে আনুষ্ঠানিক শারিয়া আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ করার কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যেমন ইরাকের হিজাজ স্কুল, আউজাই স্কুল, সুফিয়ান থাউরি স্কুল, জাহিরি স্কুল, এমনকি ইমাম তাবারির নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা দিয়ে তৈরী তাবারি স্কুলও। ওগুলো টেকেনি, কিন্তু পরে গড়ে ওঠা চার মযহাবের ওপরে প্রভাব রেখে যাবার কথা ওগুলোর।

শতাব্দি ধরে ক্রমাগত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে শান্তি-সাম্যের সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না, সংঘাত-ষড়যন্ত্রের সংস্কৃতিই গড়ে ওঠে। প্রমাণ হচ্ছে সহি হাদিস আর শারিয়ার মধ্যে অমুসলমানের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা আর অবিশ্বাস। যেন অমুসলমানদের মধ্যে সৎ, দয়ালু পরোপকারী বিশ্বাসযোগ্য দার্শনিক-পন্ডিত-বৈজ্ঞানিক থাকতে নেই। এসব অন্যায় কথা পয়গম্বর বলেছেন বলে দলিলবদ্ধ করা আছে। সে কারণেই আহলে কোরাণ-পন্থীরা চিরকাল হাদিসকে বর্জন করেছেন। অন্য নিবন্ধে সহি হাদিসের কিছু হদিস দেবার ইচ্ছে রইল। ষড়যন্ত্রের সংস্কৃতির আরও প্রমাণ, আমাদের সম্মানিত ইমামদের অশ্রু, রক্ত আর মূমুর্ষু চিৎকার। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? হবে, যখন নিজের চোখে দেখবেন। চলে যান নবীজী যেখানে ঘুমিয়ে আছেন সেই মদিনা শহরে। ওই দেখুন জনতার সামনে চিরঞ্জয়ী সম্মানিত ইমাম মালিকের হাত পা বেঁধে বেত মারছে খলিফার সৈন্যরা। ওই দেখুন মুচড়ে মুচড়ে শরীর থেকে তাঁর হাত ছিঁড়ে ফেলল ওরা, ওই দেখুন ফিন্‌কি দিয়ে ইমামের রক্ত ছুটেছে, ওই শুনুন তাঁর মর্মভেদী চীৎকার আর আর্তনাদ। ওই দেখুন তাঁর ছেঁড়া হাত অন্য হাতে তুলে ধরে সবাইকে দেখাতে বাধ্য করা হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে, তাই না? সহ্য হচ্ছে না, তাই না? বেশ, সরে আসুন ওখান থেকে, চলে যান ইমাম আবু হানিফার কাছে। ওই দেখুন বাগদাদের জেলখানায় বন্দী ইমাম, ওই দেখুন বন্ধকারার অন্ধকারে মারা যাচ্ছেন মুসলমানের গৌরব-রবি ইমাম আবু হানিফা। দু'চোখ হাত দিয়ে ঢেকেছেন কেন, অসহ্য বেদনায় বুক বাঁধতে হবে এখনো আরো অনেক। এখনো দেখার অনেক বাকী, রাজনৈতিক ইসলামের চেহারাটা এখনো স্পষ্ট হয়নি। চলে যাযন ইমাম হাম্বলের কাছে। প্রাসাদ বা বিদ্যালয়ে নয়, সোজা চলে যান অন্ধকার জেলখানায়। ওই দেখুন খলিফা মামুনুর রশিদ আর খলিফা মু'তাসিমের হাতে মুসলমানের গৌরব ইমাম আহমেদ হাম্বল প্রায় দেড়টা বছর ধরে বন্ধদ্বারের অন্ধকারায় বন্দী, তাঁর ওপর অসহ অত্যাচার করা হচ্ছে। ওই দেখুন ইমাম নাসায়ী'কে কে যেন খুন করে গেল। ওই দেখুন ইমাম শাফি' জেলখানায় বন্দী। ওই দেখুন শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবাদী ইমাম ইবনে তাইমিয়া জেলখানায় বন্দী, জেলখানাতেই ভগ্নহৃদয় ইমাম দেহ রাখলেন।

আর মরণজয়ী চিরঞ্জয়ী যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম বোখারি?

না, ইমাম হওয়া সোজা কথা নয়। রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাথে তাঁর অনিবার্য্য বিরোধ। কারণ রাষ্ট্র-ক্ষমতার কথামত চলেন না তিনি। আমাদের ইমাম জামাতি নন, রাজার মনমত অন্যায় আইন বানান না তিনি। "পয়গম্বর বলিয়াছেন - পয়গম্বর করিয়াছেন" বলে অন্যায়-অত্যাচার-হিংস্রতাকে দলিলবদ্ধ করে রাষ্ট্র-ক্ষমতার হিংস্রতাকে "ইসলামি" বলে সিদ্ধ করে নেয়ার ষড়যন্ত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেন তিনি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তিনি। তাই বুঝি রাষ্ট্র-ক্ষমতার খড়্গ বার বার হিংস্র হায়েনার মত নেমে আসে তাঁর ওপরে, তাই বুঝি বার বার রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর পুণ্যদেহ। কিন্তু তবু, সোজা হয়ে অভ্রভেদী দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি অটল অনড়। তাই বুঝি কোন রাষ্ট্র-ক্ষমতার কোনদিন সাধ্য হয়না কোন একটাও ইমামের সমর্থন আদায় করার। সেই সব অত্যাচারী খলিফা-সম্রাটের দল উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়, আজ তাদের নামও জানে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই চৌদ্দশ' বছর পরেও মানুষের মুখে মুখে সম্মানিত হয়ে ফেরেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম হানবল, ইমাম শাফি', বিশ্ব-মুসলিমের ওপর অনাগতকাল চলবে এই মুকুটহীন সম্রাটদের অপ্রতিহত রাজত্ব।

শির নেহারি তাঁর, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর।

ইমাম বোখারির মত কালজয়ী নেতাকে আজীবন নির্বাসনদন্ড দেয়া হয়েছিল, জনগণের সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি। কেন? কি এমন বলেছিলেন তিনি, যাতে তাঁকে তৎক্ষণাৎ জনগণের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতে হল?

সবার অলক্ষ্যে সুদুর গ্রামে নির্বাসনে যুগান্তের নিঃসঙ্গ নেতাকে মারা যেতে হল? তিনি নাকি রাজার আদেশ মেনে রাজ-দরবারে গিয়ে রাজপুত্রকে হাদিস শেখাতে রাজী হন নি তাই। যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, যাঁর সহি বোখারী সংকলনের ওপরে বিশ্ব-মুসলিমের ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে, যিনি রাজার চেয়ে হাজার গুনে বেশী সম্মানিত, তাঁর শরীর স্পর্শ করতে সিংহাসন কেঁপে যাবে যে কোন রাজা-খলীফার, ঘোরতর কোন কারণ না হলে ফাল্‌তু কারণে ইসলামের ওই হিমালয়ের গায়ে হাত তোলার কথা স্বপ্নেও ভাবার কথা নয় রাজার । যদি তা-ই হয়, তবে সে গুরুতর কারণটা কি? দলিলে পাওয়া যায় কিছু? এমনকি, দুর্বল দলিলেও, কোন ইংগিত, কোন ইশারা?

দেখে নেবেন ১৯৮৩ সালের এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায়, যে বইকে সম্মানের সাথে সদা সর্বদা ব্যবহার করেন দুনিয়ার তাবৎ গবেষক, এমনকি মওলানারা-ও। পরের সংস্করণগুলোতে তথ্যটাকে বাদ দেয়া হয়েছে কোন গুরুতর কারণে, কিন্তু ওটাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আজ আর কিছু আসে যায় না। তাই ও উদ্ধৃতিটা আর দিলাম না, অনেকের সেটা সহ্যও হবে না। তা ছাড়া ইমামের ওপর অত্যাচারটাই এ নিবন্ধের একমাত্র বিষয়বস্তু।

পাঠক! এই সেই চিরকালের রাষ্ট্র-ক্ষমতার ইসলাম, চিরকালের জামাতি ইসলাম। এই শাস্তি আমাদের পাওনা। একবারও কি আমরা আমাদের সম্পদ এই ইমামদের কাছে গিয়েছি, বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁদের পায়ের কাছে বসেছি? না, বসিনি। শুনতে চেয়েছি তাঁদের কথা? না, চাইনি। খুলে দেখেছি তাঁদের জীবনী? না, দেখিনি। আমরা বিশ্বাসের রক্তে ঢুকিয়ে নিয়েছি তা-ই, যা জামাত আমাদের বলেছে। আমরা নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সেই বিষ গিলেছি যা জামাত আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আজ এ দুর্দশা আমাদের হবে না তো আর কার হবে? যদি আমাদের ইমামদের কাছে যেতাম তাহলে কি দেখতাম? যা দেখতাম তাতে হয়ত আমাদের মাথা ঘুরে যেত। কি শারিয়ায় বিশ্বাস করেছি এতকাল, কি শারিয়ার জন্য লড়াই করেছি এতকাল, ভেবে হয়ত ঘৃণায় বমি উঠে আসত। শারিয়ার ভেতরে এত হিংস্রতা, এত অন্যায় কেন তার জবাব পেয়ে যেতাম হয়ত।

না আমার ভাষায় কুলোবে না আর। উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিশ্বাসী মুসলমানের গবেষণা থেকেই। আইন নিয়ে কথা, দেখাচ্ছি আইনের পেশাজীবি প্রবীণ জ্ঞানী থেকেই।

"চারিজন সুন্নী-আইনদাতার মধ্যে ইমাম মালিকই একমাত্র, যিনি হাদিস-সংকলন করিয়াছিলেন। ইমাম মালিক নিজে এ কাজ করেন নাই, তাঁহার (মৃত্যুর) পর তাঁহার ছাত্ররা করিয়াছিল ....মুয়াত্তা সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাঁহার ছাত্র শায়বানী যিনি ইমাম আবু হানিফারও ছাত্র ছিলেন.................... "মসনদ আবু হানিফা"-ও ইমাম আবু হানিফা করেন নাই (মৃত্যু ৭৬৭ সালে), উহা ১২৭৫ সালে সংকলিত করিয়াছিলেন মুয়াইদ খারাজমি....হানাফি আইনের ভিতর তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে আবু ইউসুফ, শায়বানী, যুফার এবং হাসানের অবদান তাঁহার সমান.................... সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ইমাম হানবলের মৃত্যুর পরে তাঁহার মসনদ সংকলিত করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র, অন্যান্যরা এবং আবু বকর ক্বাতি' ....বস্তুতঃ পক্ষে ইমাম শাফি'র আইনগুলি জোগাড়, সংকলন ও প্রকাশিত করিয়াছেন তাঁহার ছাত্ররা। তাঁহার ছাত্র রাবি সুলায়মানের অনুমতিক্রমে ইয়াকুব আল্ আছাম সংকলিত করিয়াছেন মসনদ-শাফি' ...."।

রাজা নাপিতকে পেটান পছন্দমত চুল না কাটলেই। দর্জিকে জেলখানায় ঢোকান পছন্দমত পোষাক না বানালেই। বাবুর্চিকে শাস্তি দেন পছন্দমত রান্না না করলেই। আর, আইনবিদকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে খুন করেন পছন্দমত আইন না বানালেই। এটাই নিয়ম, এর অন্যথা নেই, হবে না।

না, ওই "ছাত্র"দের একজনকেও কোন অত্যাচার করা হয় নি, কাউকেই না।

সুধীর্ঘ চৌ-দ্দ-শ' ব-ছ-র আগের ধুলিধুসরিত অস্পষ্ট ছবি। শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসে আমাদের ইমামদের আর্তনাদ। কে যেন কোথাও অস্পষ্টে চিরকাল বিশ্ব-মুসলিমকে কিছু বলেছে। হারিয়ে গেছে সে বাণী, কেউ শোনেনি কোনদিন। অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহের অসম্মানে, তাৎক্ষণিক তালাকে, খন্ডিত উত্তরাধিকারে, নাকচ সাক্ষ্যে, হিলা বিয়ের বর্বরতায় মুসলিম নারীর আর্তনাদ হাহাকারে চিরকাল আল্লা-রসুলের নামে সগর্বে উড়েছে উড়ছে শয়তানের

বিজয়-পতাকা, শারিয়া।

না, দু'য়ে দু'য়ে চারের মত সুস্পষ্ট করে কিছুই ‘‘প্রমাণ’’ করতে পারব না আমি, এই চৌদ্দশ' বছর পর। কিন্তু এ-ও বিশ্বাস করতে পারব না যে ওইসব সহজ সরল নিঃস্বার্থ দরবেশরা এইসব হিংস্র আইন দিয়ে চিরকালের জন্য মুসলমানের সর্বনাশ করে গেছেন। বুদ্ধি-বিবেক সবারই অছে, বুঝে নিতে হবে শুধু।

প্রধান সুত্রঃ-

(১) ‘মুসলিম জুরিস্প্রুডেন্স অ্যান্ড দি কোরাণিক ল' অফ ক্রাইম্স্’’ - মীর ওয়ালিউল্লাহ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ।

(২) ‘‘উমদাত আল্ সালিক’’ - ইমাম শাফি' - আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সত্যায়িত।